গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
হাসপাতাল-১ অধিশাখা

স্মারক নং-স্বাপকম/হাস-১/বিবিধ-১৪/২০১২/ ৩৭ তারিখঃ ১৫-০৩-২০১৫খ্রিঃ।

বিষয়ঃ বিভিন্ন মালামাল সংগ্রহে টেন্ডার আহবান সংক্রান্ত।

সূত্রঃ স্মারক নং-স্বাপকম/হাস-১/বিবিধ-১৪/২০১২/৩৬ তারিখঃ ১৫-০৩-২০১৫ খ্রিঃ।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত না হয়েই মালামাল সংগ্রহে টেন্ডার আহবান করা হয় যা কোনক্রমেই গ্রহণ যোগ্য নয়। কাজেই মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ১৫/০২/২০১৫ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং ৭ মোতাবেক প্রতিষ্ঠান সমূহে বিভিন্ন মালামাল সংগ্রহে অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত হয়ে টেন্ডার আহবানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ১(এক) পাতা।

১৫/০৩/২০১৫
(সালমা আখতার জাহান)
যুগ্মসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৯৬৬৯

বিতরণ কার্যার্থেঃ

১। পরিচালক (সকল)--মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।
২। পরিচালক ও অধ্যাপক (সকল)------------------------------------ বিশেষায়িত হাসপাতাল।
৩। অধ্যক্ষ (সকল)-- মেডিকেল কলেজ
৪। সিভিল সার্জন (সকল)---
৫। সিষ্টেম এনালিষ্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। (তাঁকে ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হলো)

অনুলিপিঃ

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২। যুগ্মসচিব (হাসপাতাল- ৪ অধিশাখা), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৪। সিনিয়র সহকারী সচিব (হাসপাতাল-২ শাখা), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫। সিনিয়র সহকারী সচিব (হাসপাতাল-৩ শাখা), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৬। যুগ্মসচিব(হাসপাতাল ও নার্সিং) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
হাসপাতাল-১ অধিশাখা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজ এন্ড ইউরোলজী, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এবং জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পূর্ণবাসন প্রতিষ্ঠান হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যাবলীর বিষয়ে গত ১৫-০২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	:	জনাব মোহাম্মদ নাসিম মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	মিনি সম্মেলন কক্ষ, ভবন নং-৩, কক্ষ নং-৩৩৮, ৪র্থ তলা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
সভার তারিখ	:	১৫-০২-১০১৫ খ্রিঃ
সভার সময়	:	বিকাল ২.০০ ঘটিকা

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট-ক রুপে সংযুক্ত।

সভাপতি মহোদয় সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি উল্লিখিত ৩টি বিশেষায়িত হাসপাতালের পরিচালকবৃন্দকে প্রতিষ্ঠানের সমস্যাবলী উপস্থাপন করতে অনুরোধ করলে প্রথমে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজ এন্ড ইউরোলজী ও হাসপাতালের পরিচালক তাঁর হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত সভায় উপস্থাপন করেন।

০২। পরিচালক ও অধ্যাপক ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজ এন্ড ইউরোলজী জানান যে, বর্তমানে কিডনি হাসপাতাল ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট, যেখানে ১৫টি ডায়ালাইসিস চালু আছে। রোগীর সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে কিন্তু তুলনামূলক ভাবে বেডের সংখ্যা অপ্রতুল। শয্যা সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ানো হলে সমস্যার সমাধান হবে। এনেসথেসিয়া বিভাগে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের সংখ্যা অপ্রতুল হওয়ায় OT, কিডনি Transplant এর কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে। এনেসথেসিয়া সহ অন্যান্য বিভাগের শুন্য পদে চিকিৎসক পদায়ন করা একান্ত প্রয়োজন। দুই বছরের অভিজ্ঞতা সহ কমপক্ষে ৪ জন Medical officer পদায়ন করলে ICU বিভাগটি চালু করা সম্ভব হবে। কিডনির উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কেনা প্রয়োজন। অপারেশন থিয়েটারের জন্য ৩ কোটি টাকা জরুরি ভিত্তিতে অত্র হাসপাতালে বরাদ্দ দেওয়া প্রয়োজন।

০৩। পরিচালক ও অধ্যাপক জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল জানান যে, মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ক্রমে হাসপাতালে ইলেকট্রো ফিজিওলজি বিভাগ চালু করা হয়েছে। CCUতে ৩৮টি শয্যা আছে, প্রতিটি বেডের সাথে Monitor দেয়া সম্ভব হয়নি। বর্তমানে একটি Cath-lab চালু আছে, Coronary C C Unit এর জন্য digital Cath-lab দরকার। CMSD থেকে ৫টি Cath-lab কেনার Process করা হয়েছে এর মধ্যে ২টি NICVD কে দেয়া হবে বলে পরিচালক সভাকে জানান। হাসপাতালের Vertical Extention করলে ১৫০ টি বেডের ব্যবস্থা করা যাবে। ভবনটি ৯৬-৯৭ সালে নির্মিত এবং Lift টিও প্রায় অকেজো। ভবনের Renovation কাজের সাথে সাথে Liftটি মেরামত করতে হবে অথবা নতুন Lift প্রতিস্থাপন করতে হবে। সমস্ত ওয়ার্ডে A/C করা হয়েছে, Centraly ২টি model ওয়ার্ড করা প্রয়োজন। Renovation এর জন্য ১৯ কোটি টাকা প্রয়োজন বলে পরিচালক সভায় উল্লেখ করেন।

০৪। জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পূর্ণবাসন প্রতিষ্ঠান এর পরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে PWD যে ভবনটি নির্মাণ করছে তা শেষ হতে আরও ২/৩ মাস সময় লাগবে। ICUতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক দরকার, এনেসথেসিয়া বিভাগে একজন অধ্যাপকের পদ শূন্য আছে, জরুরী ভিত্তিতে পূরন করা দরকার। তাছাড়া হাসপাতালে ৫০০ শয্যা দিয়ে এত বিপুল পরিমান রোগীর চিকিৎসা করা সম্ভব হচ্ছেনা, শয্যা সংখ্যাও বাড়ানো দরকার। হাসপাতালে ২টি Lift প্রয়োজন বলে পরিচালক সভাকে জানান। প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সভাকে জানান যে, ভারী যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্তে বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ২৪ কোটি টাকার টেন্ডার আহবান করা হয়েছে।

০৫। সচিব মহোদয় সভাকে জানান প্রতিবছর ৪৮৬৮, ৬৮১৩, এবং ৪৯১৬ কোডে উল্লেখিত কাজে অতিরিক্ত বরাদ্দ দেওয়া হয়। বছরের প্রথমেই বরাদ্দকৃত অর্থের সমুদয় অর্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদান করা হয় । ফলে আপদ কালীন সময়ে প্রয়োজনীয় অর্থ কোন প্রতিষ্ঠানে দেওয়া সম্ভব হয় না । এছাড়া বিভিন্ন হাসপাতালের কাছে অক্সিজেনের ১৪/১৫ কোটি টাকা বকেয়া পাওনা আছে মর্মে তিনি অবগত আছেন বলে সভাকে অবহিত করেন এবং বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের বকেয়ার জন্য বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন । পরিচালক নিটোর বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ২৪ কোটি টাকার টেন্ডার আহবান করায় সচিব মহোদয় অসন্তোষ প্রকাশ করেন । এ ধরনের কার্যক্রম অনিয়মের সামিল। তাছাড়া উল্লিখিত কোডে অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে যৌক্তিকতা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন বলে সভাকে জানান। ভবিষ্যতে আর কোন প্রতিষ্ঠান অর্থ বরাদ্দ ছাড়া টেন্ডার আহবান যেন না করেন সে বিষয়ে সতর্ক করেন ।

০৬। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১.	কিডনি হাসপাতালের জন্য ৩ কোটি টাকা জরুরি বরাদ্দ প্রদানের প্রচেষ্টা নিতে হবে	যুগ্মসচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট)
২.	জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পূর্ণবাসন প্রতিষ্ঠানে Lift নির্মানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের প্রচেষ্টা নিতে হবে	অতিরিক্ত সচিব, (উন্নয়ন ও চিশিজ)
৩.	NICVD-র Vertical Extention এর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে	অতিরিক্ত সচিব, (উন্নয়ন ও চিশিজ)
৪.	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শূন্য পদে চিকিৎসক পদায়ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
৫.	হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে	যুগ্মসচিব (হাসপাতাল ও নার্সিং)
৬.	বছরের প্রথমেই ৪৮৬৮, ৬৮১৩, এবং ৪৯১৬ কোডে বরাদ্দকৃত অর্থের সমুদয় বরাদ্দ প্রদান না করে জরুরি প্রয়োজনের জন্য অর্থ হাতে রাখতে হবে	যুগ্মসচিব (হাসপাতাল ও নার্সিং)
৭.	অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত হয়ে টেন্ডার আহবান করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানগুলোকে পত্র দিতে হবে	যুগ্মসচিব (হাসপাতাল-১ অধিশাখা)

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন ।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখঃ ১২/০৩/২০১৫ খ্রিঃ
(মোহাম্মদ নাসিম)
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নং স্বাপকম/হাস-১/বিবিধ-১৪/২০১২/ ৬৬ তারিখঃ ১৫ -০৩-২০১৫খ্রিঃ।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষ), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ।
৩। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা ১২১২।
৪। যুগ্মসচিব (হাসপাতাল ও নার্সিং), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫। যুগ্মসচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৬। পরিচালক, (হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৭। পরিচালক ও অধ্যাপক, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পূর্ণবাসন প্রতিষ্ঠান, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৮। পরিচালক ও অধ্যাপক,ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজ এন্ড ইউরোলজী,শেরে বাংলা নগর, ঢাকা ।
৯। পরিচালক ও অধ্যাপক, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল শেরে বাংলা নগর, ঢাকা ।

অনুলিপিঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

(সালমা আখতার জাহান)
যুগ্মসচিব

bebedo-2013-14